কালের কণ্ঠ

তারিখ 18 JAN 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ ভাড়া

এস এম মঈনুল ও আজীম হোসেন, বরিশাল ▶

বরিশাল নগরের একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তিনটি শ্রেণীকক্ষ বেসরকারি তিনটি সংস্থার কাছে ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। কাউনিয়া পৌর আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছয়টি কক্ষের মধ্যে তিনটি ভাড়া দিয়ে দেওয়ায় ৪০০ শিক্ষার্থীর পাঠগ্রহণ ব্যাহত হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি বেসরকারি সংস্থাকে একটি কক্ষ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। কোনো বিদ্যালয়ে একটি প্রতিষ্ঠানই এ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

কাউনিয়া পৌর আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ার হোসেন কালের কণ্ঠের কাছে শ্রেণীকক্ষ ভাড়া দেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক ▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৪

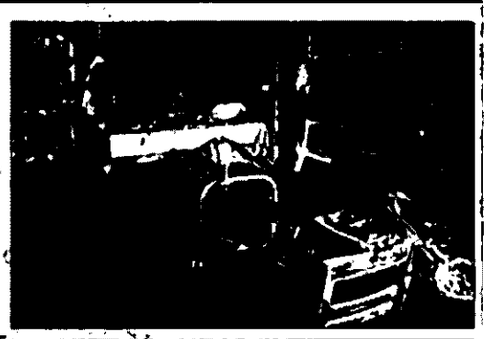

বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে ভাড়াটের বিছানা-বালিশ (ওপরে); সকালে একটি কক্ষে চলছে শিশুদের পাঠদান। ছবি : কালের কণ্ঠ

বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ ভাড়া

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

শিক্ষাদানের জন্য তিনটি এনজিওর অনুকূলে বিদ্যালয়ের তিনটি কক্ষ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। আর তা করা হয়েছে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির নির্দেশে।

এ বিষয়ে জানার জন্য বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি বরিশাল সদর আসনের সংসদ সদস্য শওকত হোসেন হিরণের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ছয়টি কক্ষের মধ্যে একটি কক্ষ কার্যালয় ও শিক্ষকদের বসার জন্য ব্যবহার করা হয়। বাকি পাঁচটির মধ্যে ২০১১ সালে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বেসরকারি সংস্থা কোডেকের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়। সংস্থাটি ৩০টি শিশুকে নিয়ে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে মৌখিক চুক্তি অনুযায়ী কোডেক কক্ষটির জন্য প্রতি মাসে দুই হাজার টাকা পরিশোধ করে।

কোডেকের কার্যক্রম চলাকালীন ২০১২ সালে একই ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্র্যাকের অনুকূলে বিদ্যালয়ের অন্য একটি কক্ষ বরাদ্দ দেওয়া হয়। ওই প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির কাছ থেকে মাসে এক হাজার ২০০ টাকা ভাড়া বাবদ নেওয়া হয়। সংস্থাটির অনুকূলে দেওয়া কক্ষটি দিনের বেশির ভাগ সময় তালাবদ্ধ থাকে।

সম্প্রতি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালার জন্য আভাস নামের অন্য একটি বেসরকারি সংস্থার কাছে বিদ্যালয়ের আরো একটি কক্ষ ভাড়া দেওয়া হয়। ওই সংস্থার কাছ থেকে প্রতি মাসে নেওয়া হচ্ছে দুই হাজার ৭০০ টাকা। আভাস যে কক্ষটি ভাড়া নিয়েছে সেখানে সংস্থার কর্মকর্তারা রাত যাপনও করেন।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ছয়টি কক্ষের মধ্যে তিনটি ভাড়া দেওয়ার কারণে স্থান সংকুলানের জন্য পাঠদানের দুটি পালা চালু করা হয়। সকাল সাড়ে ৯টা থেকে সাড়ে ১২টা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী এবং দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর পাঠদান হয়। অন্যদিকে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত কোডেক তাদের শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

কোডেকের বরিশাল জেলা সমন্বয়কারী মাহবুবুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, ২০১১ সাল থেকে তাঁরা ওই বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন। একই কার্যক্রম নিয়ে অন্য দুটি সংস্থা এখানে কিভাবে এলো তা তাঁদের জানা নেই।

আভাস-এর কর্মকর্তা কাঞ্চী আক্তার বলেন, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে প্রতি মাসে তাঁরা ভাড়া পরিশোধ করেন। ওই কক্ষে রাত যাপনের বিষয়ে তিনি বলেন, প্রধান শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে আভাসের প্রতিনিধিরা সেখানে রাতে থাকেন।

ব্র্যাকের বরিশাল সদর উপজেলার প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যবস্থাপক জাকির হোসেন বলেন, 'গত বছরের ডিসেম্বর মাসে আমাদের কার্যক্রম শেষ করেছি। কার্যক্রম শেষ করার বিষয়ে প্রধান শিক্ষককে অবহিত করা হয়েছে।' তবে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দাবি করেছেন, তাঁদের কাছ থেকে কোনো ধরনের ভাড়া আদায় করা হয় না। তাঁদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে বিদ্যালয়ের বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। ওই প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে বিদ্যুৎ বিলের জন্য অল্প টাকা নেওয়া হয়।

বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থী রাজু ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী সালমা জানায়, প্রতিদিন বিদ্যালয়ে গেলেও কোনো কোনো দিন একটি ক্লাসও করতে পারে না তারা। সকাল থেকে তিনটি কক্ষে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালায় তিনটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান।

মো. শামসুদ্দিন গাজী নামের একজন অভিভাবক বলেন, তিনটি শ্রেণীকক্ষ এনজিওর কাছে ভাড়া দেওয়ার কারণে কক্ষ সংকটে বেশির ভাগ সময় শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের পাঠদান করেন না। এ সমস্যা সমাধানের জন্য একাধিকবার প্রধান শিক্ষককে অনুরোধ করলেও তিনি শুনছেন না।

জানতে চাইলে বরিশাল বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার উম্মে সালমা লাইজু কালের কণ্ঠকে বলেন, সরকারি বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ ভাড়া দেওয়ার কোনো নিয়ম নেই। তবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ প্রধান শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। তবে একটি বিদ্যালয়ে একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানই কাজ করবে।

উম্মে সালমা বলেন, 'বরিশাল বিভাগে বেসরকারি সংস্থা কোডেক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তবে অন্য কোনো সংস্থা এ কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে কি না আমাদের জানা নেই। শ্রেণীকক্ষ ভাড়া দেওয়ার বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে।'